EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনার বক্তব্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র শিক্ষা অনুষদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

সিনেট হল
সোমবার, ২৩শে জুলাই, ২০১২

মাননীয় প্রধান বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন

মাননীয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ড. এএএমএস আরেফিন সিদ্দিকী

ড. জ্যানেট ওয়াসকো, যোগাযোগ গবেষণা অধ্যাপক, ওরিগন বিশ্ববিদ্যালয়

টিভি ও ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের প্রধান, ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, প্রশাসকগণ

সরকার, গণমাধ্যম, সহকর্মীগণ, বন্ধুগণ

আমি স্বপ্ন লালনে বিশ্বাসী কারণ স্বপ্ন প্রায়ই সত্যে রূপান্তরিত হয়।

আপনাদের সামনে আমার আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়ার প্রমাণ। এমন স্বপ্নগুলোও বাস্তবে রূপ নেয় যেগুলো অসম্ভব মনে হয়। যেমন এক দশক আগে আমার স্বপ্ন ছিলো বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত হয়ে ফিরে আসা।

উপাচার্য সিদ্দিকীরও একটি স্বপ্ন ছিলো; এমন একটি স্বপ্ন যা বছরের পর বছরব্যাপী অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিলো। তার স্বপ্ন ছিলো এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি টিভি ও ফিল্ম স্টাডিজ অনুষদ খোলা। তবে, অধ্যাপক সিদ্দিকী ও তার সহকর্মীরা জয়ী হয়েছেন এবং আজ তাদের স্বপ্ন একটি সমৃদ্ধ বাস্তবে পরিণত হয়েছে যখন আমরা সবাই একসঙ্গে এই নতুন অনুষদের উদ্বোধন উদ্‌যাপন করছি।

আসলে, আমরা কেবল একটি নতুন অনুষদের উদ্বোধনই করছি না। আমরা বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে শক্তিশালীও করছি। এই অনুষদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে তরুণ গণমাধ্যম পেশাজীবিদের সেই মূল্যবোধ, দক্ষতা ও সামর্থ্যসমূহ থাকবে যার ফলে তারা টেলিভিশন ও ফিল্মের মতো শক্তিশালী হাতিয়ার ব্যবহার করে মানুষকে অবগত করবে, শিক্ষিত করবে, তাদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে।

এই গণমাধ্যম পেশাজীবিগণ টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জাতি ও বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, মহান ইতিহাস, উন্নতির প্রচুর সুযোগ ও বিশেষ করে এদেশের চমৎকার মানুষ, যাদের শক্তি, বৈচিত্র্য, সৃষ্টিশৈলী, মহানুভবতা, উদ্যোগ

নেয়ার দক্ষতা ও সহনশীলনতা সত্যিই অভিনব তা তুলে ধরবে । গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র ব্যবহার করে সমাজব্যাপী দুর্নীতি, বেআইনী কর্মকান্ড, অদক্ষতা, অলসতা প্রকাশ করতে পারবে। এ ধরণের সমস্যাগুলো চিহ্নিত ও প্রকাশ করা সমাধানের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

আমেরিকা বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্বে একটি বৈচিত্র্যময়, স্বাধীন গণমাধ্যম গড়ে তুলছে বলে আমি আনন্দিত কারণ গণতন্ত্রের সাফল্যের লক্ষ্যে গণমাধ্যম অপরিহার্য। আমেরিকা বাংলাদেশের অনেক অগ্রণী সাংবাদিকদের আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটর লিডারশীপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। একইসাথে, আমরা বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশনের সঙ্গে, নিউজ নেটওয়ার্কের সঙ্গে ও ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা গড়ে তুলেছি যাতে ১৫০ জনের অধিক নারী সাংবাদিকদের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতকা, সোশ্যাল মিডিয়া ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট দক্ষতায় প্রশিক্ষণ দেয়া যায়।

এই ঐতিহাসিক উপলক্ষ্য উদ্‌যাপনের জন্য ওরিগন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. জ্যানেট ওয়াসকো আজ এখানে এসেছেন বলে আমিও আনন্দিত। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও যোগাযোগ গবেষণা এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নিয়োজিত হওয়ায় আমি ড. ওয়াসকোকে শুভেচ্ছা জানাই। আমেরিকার মান ও দক্ষতার প্রতীক তিনি। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে আমি ওরিগনে গিয়েছিলাম। ওরিগন আমেরিকায় বাংলাদেশের একটি 'সিস্টার স্টেট'। আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কটা বেশ শক্তিশালী এবং এটা দিন দিন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছে াং উভয়ই এ সম্পর্কের নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করার প্রয়াস করছে। আমি ওরিগন বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। প্রতিষ্ঠানটিতে ড. ওয়াসকো কাজ করেন। আর প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের সঙ্গে শিক্ষা ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক আরো জোরদার করতে আগ্রহী। আমি জানি এই সম্পর্ক যতই বাড়বে আমেরিকা ও বাংলাদেশের জন্য কর্মক্ষেত্র আরো সমৃদ্ধ ও লাভজনক হয়ে উঠবে।

আমাদের ফুলব্রাইট কর্মসূচী বিদ্বান বিনিময়ের একটি চলমান প্রক্রিয়া। নিলয় বিশ্বাস সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে যোগদান করেছেন। তিনি কেবলই জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি ফুলব্রাইট ফেলোশীপ থেকে ফিরে এসেছেন যেখানে তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্কুলের সকল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রদের মধ্যে 'শিক্ষা ও নেতৃত্বের সম্ভাবনা' সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ পুরস্কার অর্জন করেন। আশা করি, আমি তাকে বিব্রত করিনি তবে আমি আমেরিকা ও বাংলাদেশের এই বিনিময়ে ব্যক্তিদের সামর্থ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দিতে চাচ্ছিলাম। আমি আরো ফুলব্রাইট বিনিময়ের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি।

আমি বিশ্বাস করি আমেরিকা ও বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা বিনিময়েও সম্ভাবনা প্রচুর। আমেরিকার দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণার ও শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দেয়ার অনেক কিছুই রয়েছে , যার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, জনস্বাস্থ্য, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, মাইক্রোফিনান্স, সামাজিক ব্যবসা, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, কৃষি, এবং এ তালিকা অনেক। ইতমধ্যে, আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় যেমন কলাম্বিয়া ও এমআইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মাটির নীচে পানিতে আর্সেনিকের প্রকোপ ও ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেছে। আমি খুশী যে নতুন এ অফ টেলিভিশন ও ফিল্ম স্টাডিজ অনুষদ

ইতমধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির সাথে যৌথ গবেষণা ও শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের জন্য।

আমার মিশন এবং আমি এই সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে আগ্রহী ফুলব্রাইট ও অন্যান্য কর্মসূচীর মাধ্যমে।

আমি জোর দিতে চাই আমেরিকান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের উপরও। অনেক অনেক বাংলাদেশীরা যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা গ্রহণ করছে; আমেরিকায় শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাওয়া শিক্ষার্থীদের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে দ্রুত; এবং এ হার আরো দ্রুততর হচ্ছে। আমার টিম সবসময় রয়েছে যথা সম্ভব শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চিহ্নিত করতে, ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে ও বৃত্তি জোগাড় করতে।

এ সাহায্য ইতমধ্যে বারিধারায় আমেরিকান সেন্টারে দেয়া হচ্ছে। সেপ্টেম্বরে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কাছে এই সুবিধা পাবে যখন এডওয়ার্ড এম কেনেডি সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভিস এন্ড দ্য আর্টস সবার জন্য উন্মুক্ত করা হবে। তরুণদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ধানমন্ডি ২৭ নং রোডে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের আমেরিকান সেন্টার মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সেন্টারটির উদ্বোধন করবে।

আমি আশা করছি এই চমৎকার জায়গাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জল তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য 'সেকেন্ড হোম' হবে।

পরিশেষে, আমি আভিবাদন জানাই উপাচার্য সিদ্দিকী, টিভি ও ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের প্রধান, ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া এবং গণ যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষকদের এই নতুন চমৎকার অভিযানের উদ্বোধনের জন্য। আমার মিশন ও আমি আগামীতে আমেরিকা ও বাংলাদেশে গবেষণা ও শিক্ষা জোরদার করতে এই নতুন অনুষদের সাথে কাজ করার লক্ষ্যে তাকিয়ে আছি।

আপনাদের ধন্যবাদ।

==========

**বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*

জিআর/২০১২